দর্শনার কোটালী গ্রামে জমিজমা নিয়ে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ! উভয় পক্ষে আহত ৮

চুয়াডাঙ্গার কোটালী গ্রামে জমিজমা বিরোধের জেরধরে দু’পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। সংঘষে উভয়পক্ষের মহিলাসহ ৮ জন আহত হয়েছে। আহতদের উদ্ধর্ধার করে নেয়া হয়েছে বিভিন্ন চিকিৎসা কেন্দ্রে। এঘটনায় উভয়পক্ষ থানায় অভিযোগ করেছে বলে জানা গেছে। চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার নেহালপুর ইউনিয়নের কোটালী গ্রামের তারেরবেড় মাঠের ১০ কাঠা জমির মালিকানা দাবি করে আসছেন গ্রামের দোস্ত মোহাম্মদ ও আব্দুল মমিন। বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে জমির মালিকানা দাবি করে জমিতে থাকা পাট কাটকে যায় উভয়পক্ষ।

জমির মালিকানা নিয়ে উভয়পক্ষের মধ্যে কথাকাটাকাটি শুরু হয়। একপর্যায় সংঘর্ষে রূপ ন্যায়। হাতে থাকা লাঠি ও হাসুয়া নিয়ে উভয়পক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে আব্দুল মমিনের পক্ষে রক্তাক্ত জখম হয় আব্দুল মমিন (৪২), আমিন (৪০), জামাল হোসেন (৩৮), নাজমা খাতুন (৩৫), ছাদ্দাম হোসেন (২৭)। দোস্ত মোহাম্মদপক্ষের আহত হন মোরশেদ আলী (৪৫), রাজু আহম্মেদ (২২) ও এরশাদ (২৫)। আহতদের উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালসহ বিভিন্ন চিকিৎসা কেন্দ্রে নেয়া হয়। এঘটনায় উভয়পক্ষ দর্শনা থানায় অভিযোগ করেছেন বলে জানা গেছে।

জীবননগরে নিখোজের দুই দিন পর ভৈরব নদী থেকে প্রতিবন্ধীর লাশ উদ্ধার

জীবননগরে নিখোজের দুই দিন পর স্থানীয়র ভৈরব নদী থেকে এক প্রতিবন্ধী যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে। শুক্রবার সকাল ১০টার দিকে

জীবননগর পৌর সভার ৫নং ওয়াড লক্ষীপুর গ্রামের ভৈরবনদী থেকে ওই প্রতিবন্ধী যুবকের লাশ উদ্ধার করা হয়।

নিহত প্রতিবন্ধী যুবক রিমন হোসেন (২৬)জীবননগর পৌর সভার ৫নং ওয়াড লক্ষীপুর গ্রামের সাবেক পৌর কাউন্সিলার সামসুজ্জামান হান্নুর ছেলে।

পারিবারিক সুত্রে জানা গেছে,গত দুই দিন আগে প্রতিবন্দী রিমন হোসেন বাড়ি থেকে চলে যায়।তাকে খুজেও কোন সন্ধান না পেয়ে গত বৃহসপ্রতিবার জীবননগর থানায় একটি সাধারন ডায়েরী করা হয়।

শুক্রবার স্থানীয় লোকজন বভরব নদী থেকে তার লাশ উদ্ধার করে। জীবননগর থানার অফিসার ইনচাজ (ওসি) সাইফুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন। এ ব্যাপারে জীবননগর থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় লকডাউনে স্বাস্থ্য বিধি না মানায় জরিমানা

সরকার ঘোষিত ‘কঠোর’ লকডাউনের প্রথমদিন শুক্রবার সকাল থেকেই আলমডাঙ্গা শহরের বিভিন্ন পয়েন্টে প্রশাসনের তৎপরতা দেখা গেছে। ওষুধের দোকান, ফলের দোকান, খাবারের দোকান ছাড়া সব ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে।

বিনা কারণে শহরে প্রবেশকারীদের ভ্রাম্যমাণ আদালত ও পুলিশের চেকপোস্টে জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়তে হচ্ছে । সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে মাইকিং করা হচ্ছে। লকডাউন বাস্তবায়নে আলমডাঙ্গা উপজেলার শহরসহ ১৫টি ইউনিয়নে লকডাউন কার্যক্রমে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

কঠোর লকডাউনে দায়িত্ব পালন করছেন প্রশাসনের বিভিন্ন কর্মকর্তারা। পাশাপাশি সেনাবাহিনী, পুলিশ, আনসারসহ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা মাঠে রয়েছেন। বিধিনিষেধ অমান্যকারীদের

বিরুদ্ধে নেয়া হচ্ছে আইনি ব্যবস্থা। গতকাল শুক্রবার লকডাউন বাস্তবায়নের লক্ষে আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহি অফিসার রনি আলম নূর ও সহকারি কমিশনার ভূমি হুমায়ন কবির বাদশার পৃথক ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন। এসময় স্বাস্থ্যবিধি না মানায় ২২ শ টাকা জরিমানা করেন।

কুষ্টিয়ার মিরপুরে পুলিশের অভিযানে ৫ মাদক ব্যবসায়ী আটক

কুষ্টিয়ার মিরপুরে পুলিশ অভিযান চালিয়ে ২শ পিচ টাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ সজিব জোয়ার্দ্দার(২৪) নামে এক মাদক ব্যবসায়ী কে আটক করেছে।

গত সোমবার দিবাগত রাতে মিরপুর থানা পুলিশের একটি টিম বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মিরপুর উপজেলার ফকিরাবাদ এলাকা থেকে তাকে আটক করে। এসময় তার কাছে থাকা একটি প্যাকেটে ২শ পিচ টাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।

আটককৃত সজিব জোয়ার্দ্দার মিরপুর উপজেলার ফকিরাবাদ এলাকার মোঃ মুকুল জোয়ার্দ্দার ছেলে।

পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ফকিরাবাদ এলাকার সজিব জোয়ার্দ্দার এর বসত ঘরে থেকে ২০০ পিচ টাপেন্টাডল ট্যাবলেট সহ মাদক ব্যবসায়ী মোঃ সজিব জোয়ার্দ্দারকে আটক করা হয়।

এছাড়াও মিরপুর উপজেলার কালিতলা-পোড়াদহ সড়কের ছাতিয়ান মাঠের সামনে পাকা রাস্তা সংলগ্ন বটগাছের নিচ থেকে পোড়াদহ ইউনিয়নের চিথলিয়া এলাকার আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে মোঃ বাপ্পারাজ হোসেন(২৪),দক্ষিন কাটদহ এলাকার মৃতঃ আফসার আলী মন্ডলের ছেলে রাজা আলী(৩০), চিথলিয়া এলাকার মৃতঃ ফজল মিস্ত্রির ছেলে মোঃ সোহেল রানা(৩৭) একই এলাকার মৃতঃ খলিলুর রহমানের ছেলে তোফাজ্জেল হোসেন(৪০) কে মাদক কেনাবেচার সাথে জড়িত থাকার অপরাধে তাদের আটক করে। এসময় ৫০ পিস ইয়াবা জব্দ করা হয়।

আটককৃতদের বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (মিরপুর সার্কেল) মোঃ আজমল হোসেন জানান, মাদক বিরোধী অভিযান অব্যাহত থাকবে।

গাংনীতে ১৪ বোতল বেঙ্গল টাইগার মদসহ আটক-১

মেহেরপুরের গাংনীতে ১৪ বোতল বেঙ্গল টাইগার মদসহ সাচ্চু হোসেন ওরফে মাসুদ রানা (৩০) নামেক এক মাদক কারবারিকে আটক করেছে জেলা ডিবি পুলিশ। সোমবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে তাকে আটক করে।

আটককৃত সাচ্চু কুষ্টিয়া দৌলতপুর উপজেলার ধর্মদহ গ্রামের পূর্বপাড়ার কাবিল হোসেনের ছেলে।

মেহেরপুর জেলা ডিবি পুলিশের ওসি জুলফিকার আলী জানান, মেহেরপুর গাংনী উপজেলার সীমান্তবর্তী কাজীপুর এলাকায় মাদক পাচার হচ্ছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এসআই অজয় কুমার কুন্ডু,এএসআই হেলাল উদ্দীন সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে অভিযান চালিয়ে ১৪ বোতল বেঙ্গল টাইগার মদসহ সাচ্চু হোসেনকে আটক করে।

আটককৃত সাচ্চু হোসেনের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে। আরো জানান, আটককৃত বেঙ্গল টাইগার মদ এর ওজন ০৮:৪০লিটার। তার বিরুদ্ধে গাংনী থানায় নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে আরও একটি মাদকের মামলা বিচারাধীন আছে।

কুষ্টিয়ায় নকল কসমেটিকস কারখানায় অভিযান! ২ লাখ টাকা জরিমানা

কুষ্টিয়ার বিভিন্ন এলাকায় গোপন কারখানায় তৈরি হচ্ছে নামি-দামি ব্র্যান্ডের নকল প্রসাধনী। বিদেশি ব্র্যান্ডের কৌটা ও লেবেল হুবহু নকল করে এসব পণ্য বিক্রি হচ্ছে। ক্ষতিকর রাসায়নিক দিয়ে তৈরি এসব নকল প্রসাধনী মানবদেহের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নকল প্রসাধনীর ব্যবহারে বিভিন্ন ধরনের চর্মরোগের পাশাপাশি ক্যানসারের মতো ভয়ানক ব্যাধিতে মানুষ আক্রান্ত হতে পারে। গত শনিবার রাতে কুষ্টিয়া শহরের কাটাইখানা মোড় এলাকায় অবস্থিত চাঁদের পরী নামক একটি নকল কসমেটিকস কারাখানায় অভিযান চালায় ভ্রাম্যমান আদালত।

অভিযান পরিচালনা করেন জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ সবুজ হাসান। তিনি জানান, বিএসটিআই এর লাইসেন্স বিহীন প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন নামে কসমেটিকস পণ্য সহ বিভিন্ন দেশের নামি-দামী প্রতিষ্ঠানের মোড়কে নকল প্রসাধনী সামগ্রী (৩১ টি পণ্য) উৎপাদন ও গোপনে বাজারজাত করে আসছিলো চাঁদের পরী নামক একটি নকল কসমেটিকস কারাখানা মালিক। এসবের অপরাধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ৪৩, ৫০, ৫২ ও ৫৩ ধারায় প্রতিষ্ঠানটির মালিক মাওলানা ইলিয়াসকে ২ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। এ সময় বিপুল পরিমান কসমেটিকস সামগ্রী ধ্বংস করা হয়।

অভিযান পরিচালনাকালে কোম্পানি কমান্ডার, র্যাব- ১২ কুষ্টিয়া ও তার একদল চৌকস বাহিনী, জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর, কুষ্টিয়া সহ আরও অনেকে সার্বিক সহযোগিতা করেন।

মানহীন এসব পণ্য ব্যবহারে চর্মরোগসহ নানা ধরনের শারীরিক জটিলতার শঙ্কা রয়েছে বলে জানিয়ে চর্ম রোগ বিশেষজ্ঞ ডা. মো. আলাউদ্দিন বলেন, নকল প্রসাধনীগুলোয় ইচ্ছেমতো রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়। এসব রাসায়নিক বেশিমাত্রায় প্রয়োগের ফলে মানবদেহে ক্যানসার, এলার্জি, ত্বকের প্রদাহ, কিডনির ক্ষতিসহ বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি হয়। আর শিশুদের জন্য এসব প্রসাধনীর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আরও বেশি মারাত্মক। একাধিক চর্ম বিশেষজ্ঞ জানিয়েছেন, তাদের কাছে মুখে

কালো দাগ, র্যাশ, গোটা, লাল হয়ে যাওয়া, এলার্জি ইত্যাদি নিয়ে রোগী বেশি আসেন।

দীর্ঘদিন ভেজাল প্রসাধনী ব্যবহারের কারণেই ত্বকে এ ধরনের ক্ষতি হচ্ছে। তবে অভিযোগ রয়েছে, অবৈধ এই ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করছেন স্থানীয় প্রভাবশালীরা। এতে অন্যান্য ক্ষতির সঙ্গে প্রতি বছর বিপুল পরিমান টাকা রাজস্বও হারাচ্ছে সরকার।

চুয়াডাঙ্গায় ছয়ঘড়িয়া গ্রামে আলোচিত হত্যাকাণ্ডে গ্রেফতার-৩

চুয়াডাঙ্গায় আলোচিত ছয়ঘরিয়া গ্রামে পার্শ্ববর্তী দর্শনা থানাধীন নুরুল্লাপুর গ্রামের জাহাঙ্গীর হত্যাকাণ্ডের প্রধান আসামি মমিন, জিসান ও লিমন ওরফে লিওন কে গ্রেপ্তার করেছে চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশ। রবিবার চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার নুরনগর মুন্না মোড় এলাকা থেকে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গত ২৫ শে মার্চ বেলা দেড়টায় সময় চুয়াডাঙ্গা সদর থানাধীন শংকরচন্দ্র ইউনিয়নস্থ ছয়ঘরিয়া গ্রামের সরকারি ওয়াবদা নিয়ন্ত্রিত একটি বালুমহালে দু’টি গ্রুপের আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ঘটনাস্থলের পার্শ্ববর্তী দর্শনা থানাধীন তিতুদহ ইউনিয়নের আওয়ামী লীগ নেতা শুকুর আলীর সমর্থক স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা জাহাঙ্গীর আলী কে ছয়ঘরিয়া বালুমহালে একা পেয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের এর একদল উগ্রপন্থী বিপথগামী সমর্থক লোহার রড, লাঠিসোটা দিয়ে নৃশংসভাবে মারপিট করে গুরুতর জখম করে।

ঐ দিনই তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করলে, ঐ দিনই বিকাল সাড়ে চারটার সময় চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। ২৫ শে মার্চ রাতেই চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক নঈম হাসান জোয়ার্দ্দারকে এজাহারনামীয় এক নম্বর আসামি করে ছয়ঘরিয়া গ্রামের মমিন, জিসান, লিমন ওরফে লিওন সহ সর্বমোট ১১ জনকে এজাহারনামীয় আসামি দিয়ে জাহাঙ্গীরের পিতা রঞ্জিত মল্লিক বাদী হয়ে মামলা করেন।

তদন্তের প্রাথমিক পর্যায়ে ধারণা করা হচ্ছে যে, চুয়াডাঙ্গা সদর থানাধীন ছয়ঘরিয়া গ্রামে ওয়াবদা নিয়ন্ত্রিত একটি বালিমহালে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে এবং সর্বশেষ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তথা চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠন জেলা যুবলীগ ও স্থানীয় আওয়ামী লীগের কতিপয় নেতা কর্মীদের মধ্যে পরস্পর বিদ্যমান গ্রুপিং রাজনীতির ফলশ্রুতিতে এ ধরনের একটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে।
মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই ভবতোষ রায় তদন্তকালে মামলার ঘটনায় জড়িত প্রধান আসামি ১। মমিন (৩২) পিতা আনাস উদ্দিন ২। জিসান
(২৮) পিতা মোঃ কামাল হোসেন ওরফে লিটু ৩। লিমন ওরফে লিয়ন (২৫) পিতা আব্দুস সামাদ সর্ব সাং◌ঃ ছয়ঘরিয়া থানা ও জেলাঃ চুয়াডাঙ্গা দের এক গোপন সংবাদের প্রেক্ষিতে গতকাল রবিবার সকাল সাড়ে ছয় টার সময় চুয়াডাঙ্গা পৌরসভাধীন মুন্নার মোড় এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করেন। চুয়াডাঙ্গার আলোচিত এই জাহাঙ্গীর হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় সর্বমোট সাতজনকে গ্রেফতার করা হলো। গ্রেপ্তারকৃত আসামিদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

কার্পাসডাঙ্গায় অবৈধ দোকান উচ্ছেদে তিন দিনের আল্টিমেটাম! ভ্রাম্যমান আদালতের জরিমানা

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গা বাজারে সরকারি নির্দেশনা অমান্য করেই চলেছে অবৈধভাবে দোকানঘর নির্মাণ। দোকান ঘর উচ্ছেদে তিন দিনের আল্টিমেটাম ভ্রাম্যমান আদালতের ১৬ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

বুধবার বেলা ৩ টা সময় অভিযান পরিচালনা করেন, উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সুদীপ্ত কুমার সিংহ। দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গা ব্রীজ মোড় বাজারে অবস্থিত সরকারি ১ নং খতিয়ানের খাস জমিতে অবৈধভাবে দোকান নির্মাণ এর দায়ে ফার্নিচারের দোকান মালিক জিয়া শেখকে ৫ হাজার টাকা, ফার্মেসি মালিক ইব্রাহিম

কে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করে ভ্রাম্যমান আদালতর। এছাড়াও দুই দোকানদার খবর পেয়ে দোকান বন্ধ করে দ্রুত সটকে পড়ে ।

কার্পাসডাঙ্গা সাইকেল বাজারে অবস্থিত আরো অসংখ্য দোকান আছে পাকা আধাপাকা যেগুলো বন্ধ থাকার কারণে পদক্ষেপ নিতে পারেনি ভ্রাম্যমাণ আদালত। এলাকাবাসি বলেন প্রায়ই স্থানীয় পত্র পত্রিকায় দেখি এই কার্পাসডাঙ্গা বাজার কে ঘিরে সরকারি খাস জমিতে অসংখ্য অবৈধ পাকা দোকানঘর নির্মাণ করতে এবং মাঝেমধ্যে প্রশাসন অভিযান চালালেও এসব ভূমিদস্যুরা প্রভাবশালী হয়ওয়া এলাকায়বাসি বলছে চতুরতার সাথে প্রশাসনের চোখ ফাঁকি দিয়ে দোকান ঘর নির্মাণ কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, দেখা য়ায় স্থানীয় প্রশাসনকে অভিযান চালাতে এখন পর্যন্ত সুনির্দিষ্টভাবে অবৈধ দখলদারদের কে দূর করতে সক্ষম হয়নি উপজেলা প্রশাসন এমনই বক্তব্য স্থানীয় ব্যবসায়ীদের।
স্থানীয় ব্যবসায়ীরা আরো জানায় বাজারের জন্য সরকারি যে জায়গা আছে, সেখানে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যবসায়ীরা এক এক জনে পাঁচ থেকে দশটা করে পাকা দোকান করে বিভিন্ন ব্যাবসায়ীর কাছে বিক্রি করেছে।

স্থানীয় সচেতন মহলের দাবি, প্রশাসন এমন অভিযান অব্যাহত রাখলে হয়তো একসময় এসকল ভূমিদস্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবে ঐতিহ্যবাহী কার্পাসডাঙ্গা বাজার। আমাদের প্রত্যাশা জেলা প্রশাসন থেকে শুরু করে উপজেলা প্রশাসন নিশ্চয়ই এটার সঠিক তদন্ত করে অবৈধ ভাবে সরকারি জমি দখল করে যারা দোকান নির্মাণ করেছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

এসময় উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি ও এক্সিকিউটিম ম্যাজিস্ট্রেট সুদীপ্ত কুমার সিংহ জানায়, জেলা প্রশাসনের অনুমতি ব্যতিত যে কয়েকটি দোকান অবৈধভাবে স্থাপন করা হয়েছে -সেগুলো আগামী ৩ দিনের মধ্যে সরিয়ে না নিলে পরবর্তীতে ১৯৭০ আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ কর হবে বিধি (৭)শাস্তি -২ বছরের কারাদণ্ড বিধি (৮)বাজেয়াপ্ত - সমুদয় দোকান ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা যেতে পারে।

চুয়াডাঙ্গায় মাদকবিরোধী অভিযান এক নারী মাদক ব্যবসায়ী আটক

চুয়াডাঙ্গায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। এই মাদকবিরোধী অভিযানে চুয়াডাঙ্গায় আয়েশা বেগম নামের এক নারী মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেলে সাড়ে চারটার সময় চুয়াডাঙ্গা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সদস্যরা অভিযান চালিয়ে ৩০ অ্যাম্পুল ভারতীয় বুপ্রেনরফাইন ইনজেকশনসহ আয়েশা বেগমকে তার বাড়ি থেকে আটক করেন।

আটককৃত আয়েশা বেগম (৬০) চুয়াডাঙ্গা জেলা শহরের বড় মসজিদ পাড়ার মৃত মওলা বক্সের স্ত্রী।

এক বিজ্ঞপ্তিতে চুয়াডাঙ্গা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, গোপণ সংবাদের ভিত্তিতে মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ৪ টার দিকে সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে আয়েশা বেগমের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়। আটককৃত আয়েশা বেগমের শিকারোক্তিতে তার ঘরে তল্লাশি চালিয়ে ৩০ অ্যাম্পুল ভারতীয় বুপ্রেনরফাইন ইনজেকশন উদ্ধার করা হয়।

পরে আয়েশা বেগমের বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলাসহ তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, আটককৃত আয়েশা বেগম এলাকার চিহ্নিত মাদক ব্যাবসায়ী। তার বিরুদ্ধে একাধিক মাদক মামলা রয়েছে। এর আগেও তাকে মাদকসহ আটক করা হয়েছে। তিনি জামিনে মুক্ত হয়ে আবার মাদক ব্যাবসায় শুরু করে। মঙ্গলবার তাকে আটককের পর নিয়মিত মামলাসহ সদর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাদকবিরোধী অভিযান আটক -১

চুয়াডাঙ্গা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। এতে চুয়াডাঙ্গায় লালন মন্ডল নামের এক মাদকসেবির কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। সোমবার সাড়ে ছয় টার সময় চুয়াডাঙ্গা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সদস্যরা রেলবাজার মোজাম্মেল হকের পেট্রল পাম্পের পিছনে অভিযান চালিয়ে গাঁজাসহ আটক করে তাকে। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। সাজাপ্রাপ্ত লালন মন্ডল (৪১) চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার রেলপাড়ার মৃত কপিল মন্ডলের ছেলে।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সুত্রে জানা গেছে, সোমবার সন্ধা ৬ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক আব্দুল্লাহ আল মামুন, উপপরিদর্শক আবুল কালাম আজাদসহ সঙ্গীয় ফোর্স চুয়াডাঙ্গা শহরের বিভিন্ন স্থানে মাদক বিরোধী অভিয়ান চালায়। এসময় রেল বাজার মোজাম্মেল হকের তেল পাম্পের পিছন থেকে গাঁজাসহ লালন মন্ডলকে আটক করে।

পরে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুর রহমান ভ্রাম্যমাণ আদালতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে লালন মন্ডলকে ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১শ’ টাকা জরিমানা করেন। সাজাপ্রাপ্ত লালন মন্ডলকে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।